বসন্তসেনা

ও

অন্যান্য কবিতা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শান্তিনিকেতন

প্রকাশক—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

প্রাপ্তিস্থান—বরদা এজেন্সি
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

মূল্য একটাকা

শান্তিনিকেতন প্রেসে
রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

ভূমিকা

এই বইয়ের কবিতাগুলি গত চারি বৎসরের মধ্যে লিখিত—যদি সব কয়েকটি একত্র প্রকাশ করিতে পারিতাম তবে হয়তো ইহাদের মধ্যে একটা ভাবের পারম্পর্য্য থাকিত—কিন্তু বিজ্ঞ পাঠকের সমীপে আনিতে হইলে কাটা-ছাঁটা করিতে হয়—বাদ দিতে হয়—আগে পিছে করিয়া সাজাইতে হয়—তাহাতে আর যাহাই থাকুক্ ভাবের ঐক্য থাকে না।

তবু অন্তঃপুরচ্যুতা সখিবিচ্ছিন্না দময়ন্তীকে স্বয়ম্বর সভায় আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সেদিনকার উদ্যতমাল্যা রাজকন্যা নল-বাহুল্যের মধ্যেও আসল ব্যক্তিটিকে চিনিয়া লইয়াছিলেন—কিন্তু এদিনকার মুগ্ধা কাব্য-কিশোরীর যে ততখানি সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে—এহেন বিশ্বাস স্বয়ং কবিরও নাই। কাজেই কবিকে চাপা গলায় সাহস দিতে দিতে কাব্যের অনুসরণ করিয়া আসিতে হয়।

দময়ন্তীকে যে সভায় আসন্না করিলাম অন্যান্য কারণের মধ্যে তাহার একটি প্রধান কারণ—আমার বিশ্বাস আমার কবিতাগুলি ভাল। বিজ্ঞ সমালোচক গুপ্ত হাসির ছোরা দেখাইয়া বলিবেন—সকল কবিরই তাহা বিশ্বাস। ইহার উত্তরও আছে সকল সমালোচকের ধারণা তাঁহাদের মতামত সংক্ষিপ্ত হইলেও অব্যর্থ। পরিহাসপটু হইলে বলিতে পারিতাম মাসিকের শেষ পত্রস্থ তাঁহাদের সমালোচনা বৃশ্চিকের হুলের মতই বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। কিন্তু স্বয়ং কালিদাস যে দিঙ্নাগাচার্য্যের স্থূলহস্তাবলেপকে সম্ভ্রম করিতেন তাঁহারা অকস্মাৎ পরুষকণ্ঠে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বসন্তসেনা

যদি নিরুত্তরা হয়—তবে জানিব তাহা বোবামির জন্য নহে—ভয়ে। এই সব নানা কারণে কালিদাস ও মল্লিনাথকে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে চলে না—কবিকেই আজকাল মল্লিনাথের কাজ করিতে হয়।

আমার বিশ্বাস কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক কবি নিজেই—বিশেষত যাঁহারা নূতন লিখিতে আরম্ভ করেন। যে সব কবিতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে একটা ধারণা পাঠকের মনে বদ্ধমূল আছে কিন্তু নবীন লেখকদের কাব্য সম্বন্ধে পাঠকের যে অশ্রদ্ধাজাত একটা উপেক্ষা ও অমনোযোগ থাকে—তাহাতেই তাঁহারা ইহার সৌন্দর্য্যের প্রতি উদাসীন থাকেন। ভালো কবিতা রূপসী তরুণীর মত- তাহাদের প্রতি মনোযোগ না দিলে তাহারা দুঃখিত হয়—মনোযোগ দিলে রাগিয়া ওঠে—তাহাদের খুসি করিবার মাঝামাঝি যে একটা পন্থা আছে সে সম্বন্ধে পাঠককে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। কবিতা পড়িবার সময় সেই দুর্জ্ঞেয় মধ্যপন্থাটি মনে রাখা আবশ্যক।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকবি শ্রীযুক্ত জাহাঙ্গীর বকিল, সুরসিক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ও সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত মহাশয়দের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইঁহারা সময়ে অসময়ে অনেক উপদেশ ও পরামর্শ দিয়াছেন। কালি-কলম পত্রের সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়দের ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার কবিতাগুলির কয়েকটিকে তাঁহাদের পত্রস্থ করিয়াছেন।

বীথিকা-গৃহ
শান্তিনিকেতন, বীরভূম
১৫ই চৈত্র, ১৩৩৩

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বসন্তসেনা

একদিন গৃহ-পাশে ক্ষণকালতরে
হয়েছিলে কেনা
আজিও সে স্মৃতি জাগে বিশ্বের অন্তরে,
হে বসন্তসেনা !

সেদিনের মালিকার ঝরে গেছে ফুল
চাঁপা, যূথী, হেনা
নূতন বাঁধন লাগি অন্তর আকুল,
হে বসন্তসেনা !

ক্ষণইন্দ্রধনুসম যে চুম্বনখানি
থরে থরে থরে
উঠেছিল বিকশিয়া হে গুণ্ঠিতা রাণী
তোমার অধরে—

চির-যৌবনের নভে আজো জাগে সেই
আকাশ-কুসুম
তাহারে রাঙায়ে দিতে আনিয়াছি এই
স্বপ্নের কুঙ্কুম।

জ্যোৎস্না-লুপ্ত বলভির শ্লথশয্যাপরে
অর্দ্ধজ্ঞানগতা,
প্রমোদ অধীর দুটি ভঙ্গুর অধরে
কত বৃথা কথা

ক্ষিপ্ত বক্ষ আন্দোলনে আর্ত্ত আকুলতা
আস্তন-বন্ধুর
তোমার বক্ষের পরে—কোথায় গেল তা
গেল কোন্ দূর ?

শিয়রে কনক-পাত্রে বুদ্বুদ-উজ্জ্বল
মত্ত-ফেণিলতা ;
পরুষবল্লভ করে প্রায় শ্লথ হ'ল
তব বেণীলতা।

ইন্দ্রিয়ের বাধা টুটি' মর্ম্মে প্রবেশের
সেই যে সন্ধান,
সীমার দিগন্ত ভাঙি' অচক্ষু-দেশের
এই যে সন্ধান—

কোথা বল শেষ তার কোথা অন্ত হায়
কোথা সমাধান
দেহের অর্গল ভাঙি' দস্যুদল প্রায়
প্রাণ চাহে প্রাণ !

কে দেখেছে ভেদ করি মাংসের জঞ্জাল
রহস্য আত্মার,
মুক্ত সে যে অকলঙ্ক শাণিত-বিশাল
নগ্ন তরবার ।

কারু-সুললিত ওই স্বর্ণ কোষখানু
জানি মধুময়
কেহ না লভিল হায় এই যে কৃপাণ
তার পরিচয় ।

দেহের খিলান-তলে ব্যগ্র দুই চোখে
চলি হাতড়িয়া
জানি একদিন চক্ষু হঠাৎ আলোকে
যাবে ঝলসিয়া।

আত্মার বিদ্যুৎদীপ্ত সে রহস্যখান
আজিও অচেনা
আছে আশা একদিন পাইব সন্ধান
হে বসন্তসেনা!

চার্ব্বাক

বাইশ বসন্তে বোনা এই জীবনের
শিশির-উজ্জ্বল ফুলে গাঁথা মালাটিরে
কারে সমর্পিব ছিল ভাবনা মনের—
হেন কালে তব নাম মনে এল ধীরে।
কিশোর চার্ব্বাক
অথই বিস্ময়ে তাই তাকাইনু ফিরে।

শাস্ত্র যবে শস্ত্র হাতে দাঁড়াইল উঠে
তুমি তারে স্মিতহাস্যে করেছ আহ্বান
তোমার রোষাগ্নি বাণ পড়িয়াছে জুটে
তীক্ষ্ণ অবজ্ঞায় বিঁধি সংহিতার প্রাণ।
মূর্খ পণ্ডিতেরা
রাজাশ্রয়ে রাখিয়াছে আপনার মান।

স্নিগ্ধ উপেক্ষায় ভরা তব হাস্যখানি
সুমেরুর প্রান্ত নভে আরোরার মত
তুষারের হিম বুকে জ্বালাইয়া বাণী
গুহার আঁধারে শুভ্র দেখায়েছে পথ
যাহারে ধরিয়া
একমাত্র যেতে পারে মত্ত মনোরথ।

ক্ষুদ্র এই জীবনের দশদিকে হেরি
সতত কাঁপিছে এক মহা অন্ধকার—
লক্ষ শাস্ত্র দীপশিখা চারি পাশ ঘেরি
পারিল না টুটিবারে মোহ বদ্ধতার
তুমি এসে ধীরে
হাস্য দীপে করি দিলে আলোক সঞ্চার।

যুগ যুগান্তর-জমা পথপার্শ্বে ওই
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতার শাস্ত্ররাশি যত
শুকায়ে হয়েছে যেন কাগজের খই
আগুন লাগায়ে দাও হোক সব গত।
দিক্ মৃদু আলো—
জ্বলিয়া মরুক এবে জ্বালায়েছে যত।

তুমি তো চলনি কবি পুঁথি পন্থী পথে
অহোরাত্রি জোগাইয়া শাস্ত্রের মজুরী—
আমরা চলিব সবে আপনার মতে
যায় যদি নিয়ে যাক বিষাদের পুরী।
উপদেশ যদি
কারো কাছে চেয়ে নিই সেও ঘৃণ্য চুরি।

কল্পিতেরে মনে মনে শ্রেষ্ঠাসন দিয়ে
প্রত্যক্ষেরে অবিশ্বাস পারি না করিতে
সম্মুখের সরোবরে অবস্তু ভাবিয়ে
কল্পনায় কুম্ভ মোর পারি না ভরিতে
চোখে দেখি যাহা
তারাই লেগেছে মোর হৃদয় হরিতে—

কাননের প্রান্তে এসে নবীন ফাল্গুন
আমের মুকুলে ফুলে উঁকি দিয়ে যায়—
ক্ষয়হীন ধরণীর যৌবনের তূণ
মোর দ্বারে আসিবে সে একবার হায়
তাই ব্যগ্র করে
বাসন-শৃঙ্খল দিই তার দুটি পায়।

আমার এ দেহ হবে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ
আমার অধর হবে মধুরস হারা,
তখনো কাঁদিবে চিত্ত পিপাসায় দীন
আঙুলে গলিয়া যাবে সব জলধারা।
আমারি যৌবন
একবার দ্বারে শুধু দিয়ে যাবে সাড়া।

তাই আরো ব্যগ্রকরে উন্মুখ অধরে
পিপাসার সরোবর মরিতেছি খুঁজি—
দোষ যদি নাহি থাকে পূর্ণ সরোবরে,
কেন তাহা পানে দোষ—নাহি পাই বুঝি।
হে যুবা নির্ভীক্
কর এর সমাধান শুভ্র সোজাসুজি।

মানুষের তনু ভোগে নাহি কোনো পাপ
এ বিশ্বে একটি কথা বুঝেছি অন্তত
এই দেহ পরে আছে বিধাতার ছাপ
নহিলে এ দেহ হেন সুন্দর কি হ'ত!
বলুক যে যাহা
আমি এই দেহ-স্বপ্নে আছি তন্দ্রাহত

বিধাতার তাম্রলিপি আতাম্র অধরে
এনেছ বহন করি তনুত্তীর্থা নারী,
রহস্য-লোলুপ তাই দুটি চক্ষু ভ'রে
নির্নিমেষ চেয়ে আছি—বুঝিতে না পারি,
হে চারু চার্ব্বাক
উদ্ঘাটিয়া দাও তারে আলোকে সঞ্চারি।

সেদিন ফাল্গুন প্রাতে বনদীঘি জলে
কূলে কূলে ক্ষীণ শ্যাম শেহলা শুকায়
আজিকে ফাল্গুনে এই শালবীথিতলে
মরণ-অলস পাতা ঝরে পড়ে হায়—
অমর চার্ব্বাক্—
ক্ষীণ এই কণ্ঠ তব কানে কি পৌঁছায়?

প্রেমের জন্ম

সুদূরে রহি গোপন প্রেম আমার সে তো নয়
সকল দেহময়
তোমার গাথা একটি গানে
উঠিবে বাজি তরুণ তানে
ডুবিবে দেহ দেহের বানে
লজ্জা দ্বিধা ভয়
সকল দেহময়।

সুধা কি শুধু রুদ্ধ রবে ক্ষুধা কি কিছু নয়।
রূপ যে ধরাময়
ছড়ায়ে আছে মাধবী রাতে
জড়ায়ে আছে শেফালি সাথে
গড়ায়ে পড়ে তরুর পাতে
এমন কেন হয়
রূপ যে ধরাময়।

দেহের তৃষা মিটিলে তব করিব না গো ভয়
প্রেমেরি হবে জয়
আমার স্থুথ-মৃণাল পরে

উঠিবে ফুটি গরব ভরে
নিত্য মহাকালের তরে
স্মৃতির কুবলয়
প্রেমেরি হবে জয়।

তোমারে যবে ভুলিব তবু তখনো নাহি ভয়
প্রেমেরি হবে জয়
আবার কেহ নূতন বেশে
হৃদয় মাঝে দাঁড়াবে হেসে
নূতন করে নূতন দেশে
পুরানো অভিনয়
প্রেমেরি হবে জয়।

জীবন যবে অস্তে যাবে তখনো নাহি ভয়
প্রেমেরি হবে জয়।
আমার চির মিলন-আশা
অগাধ মম যে ভালবাসা
নূতন শাখে বাঁধিবে বাসা
ক্ষণিক সে তো নয়
প্রেমেরি হবে জয়।

তন্দু-তীর্থ

তোমার মাথায় চুল পেকেছে ব'লে
সকল মাথাই নয়কো শাদা নয়
তোমার চোখে হয় তো লাগে ঘোর
সকল চক্ষু নয়কো আঁধা নয়—
খুঁজলে শিরে দেখ্‌বে আছে ঢাকা
দু' একটি চুল নয় যা তেমন পাকা।

ফাগুন সাঁঝে মনের ক্ষণ ভুলে
ভালোয় যদি বলেই থাকি ভালো—
চাঁদের আলোর ভর্সা রেখে যদি
নিবিয়ে থাকি প্রদীপটারি আলো
এইটি ভেবে ক্ষমো আমায় ক্ষমো
তোমার চেয়ে বয়স আমার কম ও।

শিশির-ছোঁওয়া অঘ্রাণেতে যদি
প্রিয়ার নামে একটি লিখি গান
নতুন-গাঁথা বেণীর পাকে যদি
গুঁজেই থাকি একটি গুছি ধান—
স্মরণ রেখো বয়স যবে কুড়ি
এমনতরো ঘটেই ঝুড়ি ঝুড়ি।

মৃণাল-রুচি তরুণ তনুখানি
তিলক করে' আঁকিই ভালে যদি—
মহুয়া-ঘন মাধুরী আহা তার
অঙ্গে মম জড়াই নিরবধি—
মনেতে রেখো দেহের বাতায়নে
দেহাতীতের ফিরি অন্বেষণে।

মনেতে রেখো যাত্রী আমি চির
নানা তনুর তীর্থে মরি ঘুরে—
কাহারে চাই নিজেই জানি না যে
আছে কি কাছে আছে কিগো সে দূরে?
কোথায় আছে জানিনা আমি তাই
সবার দিকে লোভীর মত চাই।

তরুণ-তরুণী

জগৎ জুড়ি যেথায় যত আছে,
ওগো আমার তরুণ-তরুণী,
যাদের কভু পাইনি হাতে কাছে
ফিরিছে যারা স্মৃতির পাছে পাছে
তাদেরি লাগি তৃষ্ণা জাগি আছে
পরাণ মাঝে মনের মাঝে গো !
ওগো আমার তরুণ-তরুণী ।

যাদের কভু হয়নি চোখে দেখা—
ওগো আমার মানস-মৃগ-তৃষা—
হেরিনি কভু যে দেশ পথ-রেখা
হেরিনি কভু যাদের রথ-লেখা
তাদেরি মাগি তাদেরি মাগি দেখা
সকল দেহে সকল দেহে গো
ওগো আমার মানস-মৃগ-তৃষা ।

পেয়েছি যারে তাহারে চাহি আরো
ওগো আমার পরশরসখানি
কোথায় তলা দেখিব আছে তারো

বাহুর ডোর উঠুক্ জমে গাঢ়
কেবলি পাওয়া বেড়েই চলে আরো
স্মরণসুখে স্মরণসুখে গো
ওগো আমার পরশরসখনি ।

একাকী কারো নহি গো আমি নহি
ওগো নিখিল তরুণ-তরুণী,
হৃদয়ে মম যে প্রেমধারা বহি
ফুরাবে না তা বাড়িছে রহি রহি,
তাই তো আমি একারো কারো নহি
আঙিনা-ঘেরা বিজন গৃহ কোণে
ওগো নিখিল তরুণ-তরুণী ।

রক্তে বাজে অধীর আকুলতা
ওগো চপল তরুণ-তরুণী,
এ মনে আছে এতই প্রেম কথা
বিলাতে পারি যা খুশী যথা তথা-
বিদেশে দেশে আমারি আকুলতা
দুমুঠা ভরি দুমুঠা-ভরি গো
ওগো চপল তরুণ-তরুণী ।

একটি লয়ে কেমনে পাবো সুখ
ওগো অনেক ওগো বিবিধ-রূপা
সবার সনে কাঁপিছে মম বুক
সবার সনে আমার সুখ দুখ
তাই তো আমি পাই না ঘরে সুখ
ওগো অঘরা ওগো ভুবনময়ী
ওগো অনেক ওগো বিবিধ-রূপা।

ওই যে কাঁপে নবীন তৃণ পরে
নূতন শীতে শিশির ছলছল
তেমনি মন কাঁপিছে ব্যথা ভরে
কখনো সুখে কখনো মহাডরে
বিশ্বজন মানস-তৃণ পরে
ঝরে না তবু পড়ে না লুটে গো
নূতন শীতে শিশির ছলছল।

কাহারে চাই আমি কি তাহা জানি!
ওগো অরূপ ওগো অচিন্ তুমি!
বৃন্ত হ'তে ছিঁড়িয়া মনখানি—
নিঙাড়ি তারে যে-সুধা টেনে আনি—

চাহি কি তাহা—? তাও তো নাহি জানি
বেদনা শুধু বেড়েই চলে হায়
ওগো অরূপ ওগো অচিন্ তুমি !

কে তুমি ওগো করিছ লুকোচুরি—
নয়ন-টানা রূপের আড়ে আড়ে
আশায় তব বক্ষ উঠে পূরি
ব্যথায় তব নেত্র মরে ঝুরি
রাখো গো রাখো লাখো এ লুকোচুরি—
থেকোনা ওগো থেকোনা চিরদিন
নয়ন-টানা রূপের আড়ে আড়ে।

তৃষ্ণা ওগো তৃষ্ণা হানে শর
রৌদ্র-রাঙা হৃদয় মাঝে গো
সাহারা মরু তারে না করি ডর
পিপাসা লাগি রয়েছে নির্ঝর
ইসারা করে তোমার খরশর
কোথায় আছে বনের শ্যামছায়া
রৌদ্র-রাঙা হৃদয় মাঝে গো।

কোথায় আছে দেখায়ে দাও সেই
ওগো নিখিল তরুণ-তরুণী,
চোখেতে কভু যাহার দেখা নেই
আছে যে তবু সকল জা'গাতেই
কোথায় আছে বল না মোরে সেই
যাহারে পেলে সকল পাওয়া হয়
ওগো নিখিল তরুণ-তরুণী।

ততঃ কিম্

না হয় তোমার রূপের সুধা পান করিলাম শেষ করি,
না হয় দেহের রাগ রাগিণী বাজ্‌ল আমার অঙ্গুলে,
না হয় হলই সব বাসনা সফল আমার প্রাণ ভরি,
না হয় ভোগের ভোগবতী সে ভাসায় দুকূল ঢেউ তুলে,
না হয় যারে চেয়েইছিলাম পেলাম তারে অন্তরে।
তার পরে কি তার পরে?

না হয় তোমার আঁখির তলে দেখ্‌নু হুদিন নিজ ছায়া,
কাজল সম রইলে তুমি না হয় আমার চক্ষেতে,
মোহের মত লাগ্‌লো দেহে সুধার মত ওই কায়া,
মালার মত বইনু তোমা তৃষ্ণা-দাগা বক্ষেতে,
না হয় পরশ মণির ছোঁয়ায় হলেম সোনা অন্তরে ।
তার পরে কি তার পরে ?

না হয় গেল এক সাহারা তোমার সুধায় পার হওয়া—
তার পরে কি মিলবে সখি শ্যামল-ছায়া বন্‌ভূমি ।
শেষ আছে কি এই মরুভূর কতই বল যায় সওয়া ?
অন্ত তোমার পেতেই হবে সেই যে ছোট সেই তুমি—
না হয় তোমার শেষ মিলিল বাহির এবং অন্তরে ।
তার পরে কি তার পরে ?

———

আছেই আছে

তুমি যবে হবে পরের ঘরণী আমি হব যবে পরের কবি,
আজিকার এই দিনের কাহিনী হবে যবে শুধু ছবির ছবি,
স্বপনেও আর কথাটি আমার পড়িবেনা যবে তোমার মনে,
তরুণ-প্রেমের করুণ-তপন ডুবে যাবে যবে বিস্মরণে,
তখনো তখনো তখনো সখিরে মিথ্যা এ নয় আমার কাছে
কোনো খানে কিছু আছেই আছে।

তুমি সেজেছিলে চাঁপার তরুটি মনে পড়ে গেল অনেক আগে,
আমি ছিনু ওই কালো মূক মাটি সেই কথা আজো চিত্তে জাগে,
শত শিকড়ের ব্যাকুল প্রয়াসে আঁকড়িয়া ছিলে বক্ষে জোরে,
মৌন-বেদনা সৌরভ-ভাবা ফুলের সুধায় বাঁচালে মোরে—
চোখের সমুখে নাই যারা তারা চির জাগরূক স্মৃতির পাছে
কোনো খানে কিছু আছেই আছে।

এই মহাকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে কাছাকাছি দোঁহে হলাম হায়
জানার সিকতা ডুবায়ে ডুবায়ে অজানার মহাস্রোত যে ধায়;
স্বপন-সুদূর আঁখি দুটি তব মিথ্যা নহে গো মিথ্যা নয়
তবু জানিয়াছি তারো চেয়ে বড় আছে কোথা কিছু সুনিশ্চয়;
সব শেষ হ'লে হয় নাকো শেষ তাইতো জগৎ আজিও বাঁচে
কোনো খানে কিছু আছেই আছে।

———

শয্যা-বল্লভ

জ্যোৎস্নাঢালা শয্যাপরে
শুভ্র নীলিমার
একটি পাশে একলা শুয়ে চাঁদ ;
তারার পাখী ধরার লাগি
পাতা সে নির্জ্জনে
সুধায় মাখা ক্ষুধায় ভরা ফাঁদ।

তেমনি তুমি পড়েছ শুয়ে
এলায়ে দেহভার
ব্যাকুল-বাহু অগাধ বিছানায়,
বন্ধু সম বিশ্বাসেতে
রেখেছ তব গাল
হংস-শাদা বালিশটিতে হায়।

দিনের বেলা যে সব কথা
মনের কোনে কোনে
ছায়ায় মিশে বেড়ায় চুপে চুপে

রাতের বেলা সুযোগ পেয়ে
পালক-লঘু পায়
বাহিরে তারা আসে স্বপন রূপে।

ঘুমের বেড়া টুটিয়া গিয়া
পড়ে কি মনে তব
দিনের বেলা আছিল কারা সাথে!
স্বপনে শুধু মেটে কি আশা!
আলোক-ভীরু তারা
[illegible] সম মিলায়ে যাবে প্রাতে।

চন্দ্র যবে অস্তে চলে
ফেলিয়া যায় রেখে
কবরী হ'তে শুকতারাটি হায়,
একটি শুধু লেবুর ফুল
পড়িয়া থাকে, মরি,
সকাল বেলা তোমার বিছানায়।

কোমল তব দেহের চাপে
কোমল শয়নেতে
আধেক রেখা আঁকিয়া রাখে আর,

এই খানেতে হাতটি ছিল,
আঁচল-খসা বুক
এই খানেতে ছাপ রেখেছে তার।

খানিক তব দেহের বুঝি
রাখিয়া গেছ এই
শয়ন-তলে আমার লাগি প্রিয়া
তোমায় বুকে পাইনা তবু
আধেক মেটে সাধ
শয্যাখানি বক্ষে আঁকড়িয়া।

মাটির পুতুল

জানি জানি তুমি মাটির পুতুল
জানি জানি তুমি পুত্তলিকা।
জানি জানি তুমি দু-দিনের দীপে
চিরদিনকার জ্যোতির শিখা।

কাঁপে তব তনু নিঃশ্বাস ভরে
তবু প্রাণ মোর বিশ্বাস করে
তুমি অচপল পুলক-অতল
গত-হলাহল সুধার টীকা।
জানি জানি তুমি পুত্তলিকা!

আকাশ-নদীর উজান বাহিয়া
ডিঙায়ে তারার উপল নুড়ি
কাল স্রোতধার বহে অনিবার
সৃষ্টির মুখে বাজায়ে তুড়ি।
সে প্রবাহ বলে ভাসিছে জগৎ
চমকিয়া ওঠে দূর ছায়াপথ,
লাগে ঢেউ তার পাঁজরে আমার
কাঁদে হাহাকার জগৎ জুড়ি
সৃষ্টির মুখে বাজায় তুড়ি।

এই যে ধরায় কত যুগ হ'তে
শিশির-আখরে রজনী ধরি
গোপন কাহিনী কোমল আঙুলে
বারে বারে হায় উঠিছে ভরি,

অলখ্ পায়ের স্তুতি-ছন্দেতে
লুটায় শেফালি মৃদু গন্ধেতে,
এরাতো মরেনা, এরাতো ঝরেনা
এরাতো ডরেনা কালের তরী
বারে বারে হায় উঠিছে ভরি।

যে গোপন টানে শেফালির ছায়া
ঝরে-পড়া ফুলে ভরিয়া উঠে,
আকাশের সুখ ছায়ালোক-পাতে
ধরণীর বুকে নড়িয়া উঠে,
নয়নে তোমার যায় ওই দেখা
চির-জীবনের অঞ্জন-রেখা
অধরে তোমার প্রাণেশ সভার
সঙ্গীত ধার কাঁদিয়া লুটে।
ঝরে পড়া ফুল ভরিয়া উঠে।

মৃত্তিকা আজি অমৃৎ হয়েছে
কালো মাটি আর মাটি সে নয়,
তব তনুখানি তিলক করিয়া
আঁকিব আমার ললাটময়!

অমৃতের সেই জ্যোতি-স্বাক্ষর
দেখাইবে মোরে ওপারের ঘর,
চিরকাল সুখে সবার সমুখে
গাহিব এমুখে তনুর জয়।
কালো মাটি আর মাটি সে নয়।

প্রিয়া-প্রদক্ষিণ

রক্তে মোর লাগিয়াছে দোল,
বক্ষে মোর বৃন্ত-হীন শত আনন্দের
উঠিতেছে উল্লাস কল্লোল।
কাল-নভে ঘূর্ণমান যত সব উর্ম্মিনীহারিকা
ছন্দের তরঙ্গে তারা লিখিতেছে জ্যোতির বিশিখা
তারি ছোঁয়া লাগিয়াছে তীক্ষ্ণ চুম্বনের
ওই তব কম্পিত বসনে.
ললিত নয়নে,

ওই তব চিকুর চিক্কণে,
নূপুর নিক্কণে,
ওই তব কঙ্কনের কমনীয় হৈম আলো টীকা
অঙ্গে মোর আঁকি দেয় পথিকের পদাবলি-লিখা
মর্ম্মে আনে আদিম হিল্লোল
রক্তে মোর লাগিয়াছে দোল ॥

সখি মোর দাঁড়াও ক্ষণিক,
তরল দুচোখে তব শেফালি-সরল
স্বচ্ছতাটি করে ঝিক্‌মিক্।
ওই তব অনবদ্য কুসুমিত কপোলের তরে
চন্দ্র সূর্য্য তারা জ্বালি' বিশ্ব হের আরাধনা করে,
ওই তনু ভঙ্গিমাটি মিশ্রিত গরল
ওই তব গলিত কবরী,
গ্রীবাটি আবরি,
ওই তব স্খলিত অঞ্চলে,
দুচোখ চঞ্চলে,
দাঁড়াও দাঁড়াও সখি একবার আগ্রহের ভরে
ভেঙে দেখি টুটে দেখি, কে আছে এ মন্দির ভিতরে
বন্দি তারে আখি নির্নিমিখ্।
সখি মোর দাঁড়াও ক্ষণিক ॥

একবার ছুঁয়ে লই তব,
কম্পমান বসনের প্রান্ততম কোণে
শেফালিকা পুষ্প-অভিনব।
কে জানে এ জীবনের লক্ষ্যে আছে নিশ্চয় মরণ!
হয় তো ছুটিছে মৃত্যু জীবনের মাগিয়া শরণ
সৌর পরিবার সম অনন্ত গগনে!
ওই আলো আঁধারের মত,
কাঁপিছে নিয়ত,
কেবা আগে রয়েছে কে পিছে,
উপরে কে নীচে!
তিমিরের মাঝে এই কেন ছুটি তারার স্ফুরণ!
হয় তো আলোর কোলে অন্ধকার করি বিচরণ
লভিতেছে জন্ম নব নব।
একবার ছুঁয়ে লই তব॥

তুমি আছ আর কিছু নাই,
সত্য যদি একথায় হয়েছে প্রত্যয়
একবার বলে লই তাই।
একবার দেখে লই তুমি সখি ভুবনে ভুবনে
অসীম আশার মত বাসনার গগনে গগনে
অবকাশলীলাময়ী দাঁড়ায়ে তন্ময়।

ওই তব আঁচল আন্দোলে,
লক্ষ প্রাণ দোলে,
ওই তব শিথিল কবরী,
চির বিভাবরী,
শত যুগ বিকশিয়া আপনার কাল-শতদল
দণ্ড পল ফিরে গান গাই'।
তুমি আছ আর কিছু নাই॥

সত্য যদি মিথ্যা হয় শেষে,
কোন্ সান্ত্বনার দ্বারে দাঁড়ায়ে মোদের
রুদ্ধ আঁখি যাবে জলে ভেসে।
এই আকাশের তলে তারকার চোরা বালিপুরে
যে বিশ্ব তুলেছি গড়ে বহু ব্যর্থ জাগরণ ভরে
হঠাৎ নড়িয়া গিয়া ভিত্তি স্বপনের
চূর চূর হয় যদি হায়,
কি তবে উপায়।
সেই ভাঙা ভুলের ভূলোকে,
পড়িবে কি চোখে
সত্য মিথ্যা কোথা আছে। সেই মহাপ্রলয়ের ঝ
নব সত্য নব রাজ্য নব স্বপ্ন জাগিবে অন্তরে
পুরাতন নবতন বেশে
সত্য যদি মিথ্যা হয় শেষে ॥

বাতায়নিকা

জাল-বোনা এই জীবনখানার
বাতায়নের পারে
তোমার বাসা হায়
লোহায় গড়া গরাদগুলো
তোমায় রাখে ধরে
মৌন পাহারায়।

সূর্য্য যবে প্রথম উঠে
আশার লালে লাল
পায়রা-রঙা নভে
তখন তব পাই যে সাড়া
গানের দিতে তাল
কিঙ্কিনী-উৎসবে।

তুপুর বেলা খোঁজে যখন
লেবুর কচি ফুল
পাতার ছায়া ক্ষীণ
তখন তুমি স্বপন দেখ
চিত্ত-নীলিমায়
নয়ন তুটি লীন।

সন্ধ্যাবেলা সূর্য্য যবে
অস্তাচল পারে
ক্লান্ততর হয়
দিক্‌বালিকার কর্ণে যেন
রৌদ্রে ম্রিয়মান
করুণ-কুবলয়

তখনো তুমি রয়েছ বসে'
চক্ষে জাগে ওই
বাতায়নের পারে,
স্বচ্ছ শশী দিগন্তরে
চরণ টিপে টিপে
আধেক উঁকি মারে।

ঝরিয়া পড়ে আঁধার ধীরে
কুলায়-তৃষাতুর
হাঁসের পাখা হ'তে
তারার দলে ছুটিয়া এসে
ঝাঁপায়ে পড়ে যেন
মন্দাকিনী স্রোতে।

তখনো কেন রয়েছ বসে
অমন ক'রে একা
বাতায়নের বালা
হয়েছে দেখ অনেক দূরে
সপ্ত-ঋষি দেশে
ধ্রুবতারাটি জ্বালা।

বাহিরে তুমি আসিতে নার
বলনা মোরে খুলে
কিসের বাধা তব?
আমিও নারি ভিতরে যেতে
আয়স-বাধা ভাঙা
আয়াস-অভিনব।

জীবনখানা রয়েছে পড়ে
কঠিন বড় লাগে
কঠিন যেন শিলা
ইহারি মাঝে ফুটাতে হবে
মূর্ত্তি মরমের
কে হেন কাজ দিলা?

দুঃখে সুখে বাটালি ধরে'
দিবস নিশীথে
আঘাত করি হায়
তারার মত পাথর-কুচি
এদিক ওদিকে
ছড়িয়ে পড়ে যায়।

কি ছবি হেথা উঠিবে ফুটি
একদা অবশেষে
কেউ কি তাহা জানে
কখনো তারি অভাস পাই
ছায়ার চেয়ে ছায়া
তোমারি মাঝখানে।

বুকের তব পরশ পেয়ে
তপ্ত হয়ে ওঠে
গরাদ লোহা-গড়া
সকল ছেড়ে পাথরে শেষে
বাতায়নের বালা
দেবে কি তুমি ধরা?

নৃত্যপরা

নৃত্যপরা
কম্পিত-কায়া
চম্পক ছায়া
পুষ্পঝরা
সন্ধ্যা-আকাশে আঁধারের মত
তন্দ্রা ভরা,
তালে তালে যার কবরী বিতত
নৃত্যপরা।
অঞ্চল খোলে—ঝরে পড়ে ফুল—
দিগন্ত যেন তারকা-আকুল,
তরঙ্গ যেন উচ্ছলি কূল
রবির কিরণে
কলস্বরা
নৃত্যপরা।

মুঞ্জরিতা
নব মধুমাসে
গোপন নিশ্বাসে
চঞ্চলিতা।

পুষ্প-পরশ কটিতে মেখলা
গুঞ্জরিতা,
ভ্রান্ত ভ্রমর ফেরে সারাবেলা
মুঞ্জরিতা।
নন্দন বায়ে বাহু আন্দোলি
ঢালো দিকে দিকে ফুল অঞ্জলি
স্বর্গ যেনরে এলো কাছে চলি
আকাশ-গঙ্গা
সঞ্চরিতা
মুঞ্জরিতা

নৃত্যশীলা
হ'ল শেষ তব
ভাঙ্গিল নীরব
ফল্গুলীলা।
অহল্যা যেন টুটি দৃঢ় অস্তি
মাটির ঢিলা ;
বীণা ভেঙ্গে সুর নিলে কি মূরতি !
নৃত্যশীলা—
দেহ-কুঙ্কুম গেছে গেছে পুড়ে
ওই ছায়া-ধূপ ওঠে ঘুরে ঘুরে,
নয়নে হেরি—না হুটি কান জুড়ে

ও তনু তোমার
সম্ভাষিলা।
নৃত্যশীলা।

বল্লরিণী
লাগে সন্দেহ
ওই বীণা-দেহ
চিনি কি চিনি!
কাঁপে যে গগনে অগণ্য তারা
ঝিনিকি ঝিনি!
ওই করতালি জানে কি তাহারা
বল্লরিণী।
অন্তরে মোর গুণি ওই তাল
কম্পিত হিয়া হ'ল এতকাল।
চন্দ্র-সূর্য্য ধরি করতাল
নাচে দিগ্বালা
তরঙ্গিনী
বল্লরিণী।

রিক্তা, মরি
যারে অবশেষে
নৃত্য-আবেশে
সকলি ঝরি।

কাঞ্চী কেয়ুর স্থানগৌরবী
কলস্বরী
প্রাণবহ্নিতে হবে সব হবি
রিক্তা, মরি।
সরম-সূক্ষ্ম বসন টুটিয়া
অলোক-কুসুম উঠিবে ফুটিয়া,
রুক্ষ-বৃন্ত যাবেরে ঢাকিয়া
শাশ্বত রবে
আকাশ ভরি।
রিক্তা, মরি।

অঘ্রাণী

স্তিমিত-তারার দেশে কোন্ দূর নিশীথ-নভসে
তব রাজধানী।
অবসন্ন শেফালিকা বিদায়ের বিষণ্ণ প্রদোষে,
শিশির-কুণ্ঠিত প্রাতে গন্ধাতুর যেই প'ল খ'সে·
আসিলে অঘ্রাণী।

•
• •

কেঁপে ওঠে ভ্রূ-বঙ্কিম কাননের বসন প্রান্ত রে
পরশন জানি,

শস্য-কাটা শূন্য-ছবি উদাসীন প্রাচীন প্রান্তরে
অকস্মাৎ দিয়ে ফেলি লগ্নহারা মোর প্রাণ তোরে
অলগ্না অঘ্রাণী।

উতলা কুন্তলে তব একগুছি ধানের মঞ্জরী
দোলে শীষখানি,
নিটোল আঙুলে তব পদ্ম এক হিমে ঝরি-ঝরি,
কুয়াশা-অঞ্চলতলে তনুলতা উঠিছে শিহরি
হে তন্বী অঘ্রাণী।

আতপ্ত অঞ্চলে সুধারৌদ্রখানি এনেছে বহিয়া
তব দুটি পাণি,
ঝরে-পড়া শেফালির বোঁটা দিয়ে মালাটি গাঁথিয়া,
সুপ্ত নূপুরের স্বপ্নে দিকে দিকে নিদ্রা বিথারিয়া
এসেছ অঘ্রাণী।

আপক্ক ধান্যের ক্ষেতে সুধাভারে আনম্র ফসলে
লঘু পদ হানি,
হিমোৎসুক নগ্নমাঠে নবান্নের মায়া মন্ত্রবলে
সঞ্চারিয়া গ্রামে গ্রামে সঞ্জীবিয়া এস এস চলে
হে লক্ষ্মী অঘ্রাণী।

পূর্ণিমা

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
আকাশের চাঁদ লক্ষ্মি !
নিটোলগড়ন মধু চাকখানি
কনক-চাঁপার মধু আনি আনি
ভরিয়া তুলিছে সারারাত জাগি
তারাদল মধুমক্ষি ।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
যায় যদি রাত শোক কি !
শেফালি-শিথিল সমীরণে যদি
তারার প্রদীপ নিভে নিরবধি
চাঁদের আলোয় আমরা জাগিব
সাথে জাগিবেন লক্ষ্মী ।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
আঁখি হ'তে ঘুম রক্ষি' !
ফিরিছে স্বপন কাঁদিয়া কাঁদিয়া
মালতীর চোখে পরশ সাধিয়া
আকাশে শুভ্র মেঘ-মল্লিকা
জাগে অতন্দ্র অক্ষি ।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
আসে নিদ্রার ঝোঁক কি !
ঘুমাক সকলে ; আমরা ক' জনই
উত্তরায়ণে কাটাবো রজনী,
চিত্তের ক্ষুধা মিটিবে আজিকে
স্বপ্নের ফল ভক্ষি' ।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
ঘুমে ঢুলে পড়ে চোখ কি !
এমনি নিশীথে পারি বুঝিবারে
মথন-ক্লান্ত আদি পারাবারে
নব বিশ্বের বিস্ময় সম
উঠেছিলা চির-লক্ষ্মী ।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
ঘুমায় না নীড়ে পক্ষী—
আঁখি মেলে দেখি একি মনোরম,
কামনা-নদীর সঙ্গম সম
কল্পসাগর—সেথা শতদলে
শরৎ মাধুরীলক্ষ্মী

খোয়াই

শূন্য-হৃদয়ের মত রয়েছে পড়িয়া
দিগন্ত ভরিয়া
রক্তিম কাঁকর-ঢালা ধূসর খোয়াই।
যে দিকেতে চাই
শীর্ণ মাঠ ছেয়ে আছে কণ্টক অশেষ ;
অতৃপ্তির দেশ
ফিরে-আসা বসন্তের অলক্ষ্য হাওয়ায়
করে হায় হায়।

বারে বারে নুয়ে নুয়ে পড়ে যবে মন
ফাল্গুনের বন,
পর্য্যাপ্ত-মুকুল ভারে বিদ্রূপের প্রায়
চক্ষে যবে ভায় ;
আশাহীন অতি দীর্ঘ বিরহের মত
প্রান্তর সতত
নীরস-কারুণ্যে ভরি দেয় বক্ষ মোর,
কাঁপে চক্ষে লোর।

বন-শূন্য দিগন্তের পরপার পথে
পীতালোক স্রোতে
ডুবে যায় কোকিলের নয়নের ছবি
ধূলি-পাণ্ডু রবি।
একটি তারকা কোলে পা টিপিয়া ধীরে
বনান্তের শিরে
শুভ্র-ঝিনুকের মত উঠে আসে চাঁদ ;
তারা-ধরা ফাঁদ।

সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি বনান্তের কোলে
ক্ষণকাল দোলে।
তার পরে কখন যে দিগন্তের গায়
মিশে মুছে যায়।
গগনের রক্ত-পটে তাল তরু রেখা
যায় ক্ষীণ দেখা ;
দেখা-না-দেখার মাঝে কাঁপিতে কাঁপিতে
মিলায় চকিতে!

গেরুয়া মাটির ঢেউ বৈরাগ্যের প্রায়
উঠিয়া হেথায়
তরঙ্গিয়া চলে গেছে দূরে হ'তে দূরে
আবর্ত্তিয়া ঘুরে,

ধূসর বালুতে আর নীরস নুড়িতে
ঘুরিতে ঘুরিতে
কাছে হ'তে বাহিরিয়া গেছে কোন্ দূর
উপল-বন্ধুর।

লক্ষ্য-হারা মাঠে এই শ্রান্ত মোর হিয়া
দিব বিছাইয়া—
আকারবিহীন এই প্রান্তরের প্রায়
চিত্ত মোর হায়
আপনি বুঝিতে নারে, আপনি যা বলে ;
নিজ অশ্রুজলে
নিজেই ডুবিয়া মরে তল নাহি পাই,
অতল খোয়াই।

কোপাই

আমি তোমায় ভুল্‌তে পারি
অয়ি কোপাই নদী
এমন কথা ভাব্‌তে তুমি পারো।
তাই কি জাগে কলধ্বনি
তোমার দুটি কূলে
এমনতরো অশ্রুমৃদু গাঢ় ?
আর জনমে হবই আমি
তোমার বালুতীরে
জামের তরু ব্যাকুল ছায়া মেলি
প্রাচীন কথা স্মরণ করে
তোমার জলে আমি
কয়েকটি ফল দেবই দেব ফেলি

আমি তোমায় ভুল্‌তে পারি
অয়ি কোপাই নদী
এমন কথা ভাব্‌লে তুমি মনে
তাই কি হেরি পল্লবিত
কিশলয়ের ব্যথা
সবুজ-কথা তোমার বনে বনে !

আর জনমে হবই আমি
কোলের কাছে তব
মৃৎ-গীতিকা তট-বীণার তার
তুল্‌বে তুমি অয়ি কোপাই
তরঙ্গ-অঙ্গুলে
আমার বুকে তরল ঝঙ্কার।

আমি তোমায় ভুল্‌তে পারি
অয়ি কোপাই নদী
এমন কথা ভেবোনা কখ্‌খনো—
তোমার তীরে আস্‌বো ফিরে
বন-ভোজনে আমি
বিশ্বাসেতে আমার কথা শোনো।
ইস্কুলেরি বালক হয়ে
পুলকভরা দেহে
তোমার জলে করব নাচানাচি
সকল দ্বিধা ঘুচ্‌বে যবে
অসহ্য উৎপাতে
বুঝ্‌বে তখন আছিই আমি আছি।

বাঁধ

কেন তুমি অমনভাবে চুপটি করে রও,
বাঁধের কালো জল !
থাক্‌লে কিছু গোপন কথা আমার কানে কও,
বাঁধের কালো জল !

আকাশ পানে নয়ন হানি দেখ্‌তে চাহ কারে,
নয়ন-কালো জল !
কোন্ সে প্রিয় নামটি তুমি বল্‌ছ বারে বারে,
নয়ন-কালো জল !

কিসের লাগি খুঁড়্‌ছ মাথা চারটী কূলে তব,
ওগো অগাধ-বোবা !
মাটির কানে কোন্ বারতা ঢাল্‌ছ অভিনব,
ওগো অগাধ-বোবা !

দুপুর বেলা স্নানের লাগি আস্‌ছে যারা হায়,
প্রশ্ন-পিয়াসী রে !
তাদের কাছে তোমার হিয়া জান্‌তে কিবা চায় ?
প্রশ্ন-পিয়াসী রে ।

পঙ্ক ফুঁড়ি যে পঙ্কজ তোমার জলে ফোটে,
ঊর্ম্মি-শিহরিণ্—
সেও কি কিছু তোমার কানে বলেই নাগো মোটে,
ঊর্ম্মি-শিহরিণ্।

প্রশ্ন হেথা সবাই করে জবাব দিতে কেউ;
লক্ষ্মীছাড়া হায়!
নাই গো ; তবে সবাই কেন জাগিয়ে দেবে ঢেউ,
লক্ষ্মীছাড়া হায়!

শ্যাওলা-ঘন তোমার কূলে তপ্তমাথা থুয়ে,
বন্ধু-প্রিয় জল।
প্রলাপ তব শ্রোত্র-পেয় শুন্‌বো আমি শুয়ে,
বন্ধু-প্রিয় জল।

প্ৰ্যানশিল্পী

১

কি মহা রহস্যরসে সুধামৌন শাখাপুঞ্জ জালে
রচিতেছ শূন্যতলে গন্ধকারু পুষ্প-আলিম্পন
অশান্ত রভসে কোন্ অহর্নিশি অনন্তের ভালে
আঁকিতেছ যৌবনের জয়শ্রীর সৌরভচন্দন!
জানি জানি বনস্পতি কুসুমিত ঘন অন্ধকারে
হিল্লোল-শ্যামায়মান শোনাইছ বনছন্দ যারে—
বক্ষে তার করিছ অঙ্কন
পল্লবের পত্রলেখা পাণ্ডুমুখী কুসুমে কুসুমে,
শিশির-মদিরনেত্রা মঞ্জরীরা ঢুলে-পড়া ঘুমে
স্বপ্নে-শোনা শব্দে করে তাহারি বন্দন।

২

কমল-অঞ্জলি-উষা দ্রুতপদে আসে যবে চলে
পদ্মবনসুপ্তিশীত বলাকার পক্ষধূত পথে—
দিগন্তের ডালা ভরি ক্ষণ-স্বর্ণ শিশির-ফসলে
পরাগ-ধূসরস্তনী প্রভাতের প্রথম জগতে—
তখনো তখনো জানি তুলি ঊর্দ্ধে শ্যাম স্তবশিখা
অব্যক্ত-মর্ম্মর চারুভঙ্গিমায় কি লিখিছ লিখা
লুপ্ততারা মহাশূন্যতলে।

অশান্ত ধরণীতল ধূলিরাজ্য চির ক্ষুব্ধতার
প্রশান্ত অম্বরে তবু নিত্যলীলা সূর্য্য তারকার
এই বাণী লিখা তব বন্ধলে বন্ধলে।

৩

কি মহা প্রচণ্ড বেগ বনস্পতি শাখায় শাখায়
ধ্যানের অঞ্জলি ভরি স্তব্ধ করি রেখেছ ধরিয়া—
সুরভি-নয়নপুষ্পে গুপ্ত কোন্ অগ্নিরস হায়—
পল্লবের বক্ষে কোন্ ভীষ্মতাপ ঘুমায় পড়িয়া!
ও তপস্যা ভাঙে যদি মুহূর্ত্তে কি হবে গণ্ডগোল—
গন্ধে তব ছন্দে তব বিদ্রোহের তুলি উতরোল—
ভগ্নকারা উন্মাদের প্রায়—
পুঞ্জে পুঞ্জে প্রাণকণা সাথী খুঁজি নক্ষত্রের দলে—
ধরিত্রীর গুহাগর্ভে অভিশপ্ত অগ্নিগিরি তলে
প্রলয়ের যড়যন্ত্রে সৃষ্টিরে শাসায়।

৪

বুঝিতেছি বনস্পতি, এই তব ধেয়ানের তলে
আলোক-উন্মুখ এই সৌন্দর্য্যের প্রকাশের লাগি
কিবা আত্মসমাধান একাত্মতা দিবারাত্রি চলে—
কি মহা তপস্যা আছে ভবিষ্যের শবাসনে জাগি
তিমির-শীতল দূর পতঙ্গের পদধ্বনি-শোনা
ধরণীর গর্ভ যেথা রসসিক্ত গুল্মমূলে বোনা—
সেথা জাগে ধ্যানের অচলে—

একাগ্র শঙ্কর যার বাসনার নিম্নমুখী গতি
তোমার মহান্ মূল তারি মত সঙ্গোপনে অতি
স্পৃষ্টহীন প্রত্যক্ষের কোন্ রসাতলে !

৫

তৃণশ্যাম মৃদগগনে মেলি দিয়া শিকড়ে শাখায়
বিশাল গরুড় সম স্তব্ধ হ'য়ে আছ গতিহীন—
অনন্ত অতৃপ্তিঘন আঁধারের ক্ষুব্ধ বেদিকায়
সৌন্দর্য্যের বরসজ্জা পাতিয়াছ চির রাত্রিদিন।
জ্যোৎস্নার মৃণাল-সূত্রে গাঁথি মালা আকাশ-কুসুমে,
নিদ্রার নিকষে আনি সযতনে স্বপ্নের কুঙ্কুমে,
দাও তুমি সুন্দরের পায়।
চিত্রবর্ণ বাসনার ক্ষণ-স্বপ্ন ইন্দ্রধনু গড়ি
ভক্ত-রথ মাধবীর ম্লায়মান মাল্যে লও বরি—
ধ্যানশিল্পী বনস্পতি সুন্দরে ধরায়।

লজ্জাবতী বন

১

ওরা ছায়া আলোকের লজ্জাবতী বন
তিমির-স্তিমিত ওই আকাশের ক্ষেতে ;
গোধূলির আঁচলটি ছুঁয়েছে যেমন

পশ্চিম সমুদ্রতীরে ব্যস্ত পদে যেতে
অমনি পড়েছে আহা একে একে নুয়ে ;
শুধু চেয়ে আছে ওই স্তব্ধ স্বপনেতে

অজস্র তারার ফুল গগনের ভুঁয়ে ;
ঘুমন্ত বনের শ্বাসে উঠিছে কাঁপিয়া
ফুটন্ত জ্যোৎস্নাটুকু বাতাসের ফুঁয়ে

নীলিমার পদ্মপাতে থাকিয়া থাকিয়া
শিশির বিন্দুর মত সরম-শিথিল ;
বিদায়-পাণ্ডুর শশী রহিল চাহিয়া

অস্ত-বাতায়ন পথে খুলি দিয়া খিল
অশ্রুক্লিশাকপোলিনী—দূরে দূরে দূরে

চিরন্তন সাগরের চিরন্তন নীল—
যতক্ষণ শ্রান্ত আঁখি নাহি আসে ঘুরে

২

আমার গৃহের ধারে বীথিকার পাশে
নীহার-নিমীল এক লজ্জাবতী বন
সারারাত্রি সুপ্তিলীন শুয়ে থাকে ঘাসে-

শুকতারা পূর্ব্বাচলে নাহি যতক্ষণ
শিশির-বিন্দুর মৃদু ইঙ্গিত আঙুলে
ডাক দিয়ে যায়—আহা জাগিয়া তখন

দিকে দিকে পল্লবের পাল দিয়ে খুলে
বাড়ায় ব্যাকুল বাহু তৃষিতের প্রায়।
যে কয়টি অশ্রুকণা তন্দ্রাশ্লথ চুলে

লুকায়ে বাঁচিতে চাহে—লুব্ধ বায়ু হায়
স্বপ্নের ফসল সম আঁচলটি ভরি
খুঁটি লয় একে একে। সূর্য্য এসে তায়

মুহূর্ত্তে সার্থকতায় ক্ষণ-স্বর্ণ করি
গাঁথি তোলে দুশ্চিন্তার স্বেদ-বিন্দুজাল

অনন্তের মণি-মাল্যে সৌন্দর্য্যে আবরি :
মুহূর্ত্ত সুন্দর যাহা—সত্য চিরকাল।

৬

অজস্র তারার ভারে আকাশ আনত :
সেই জনতার মাঝে কৃত্তিকামণ্ডল
পরাগ-পাণ্ডুর পাখা ভ্রমরের মত

সুরভি-সরস মৃদু সমীর-চঞ্চল
আঙুলের গুচ্ছে যেন খুঁজিছে আশ্রয়
ধ্রুব তারকার দীপ জ্বালিয়া উজ্জ্বল

সপ্তর্ষি সুদূর কোন্ ধ্যানমন্ত্রময় ;
জ্যোতিষ্কের পত্র লেখা আঁকি বক্ষতলে
নক্ষত্র-নিবিড় হেন নিশীথ সময়

নিদ্রার খিলান মাঝে কে রে আজি চলে
দুধারে টুটিয়া যায় সহস্র স্বপন।
চঞ্চুচ্যুত পদ্ম সম মন্দাকিনী জলে

ক্ষীণ চন্দ্রকলা হয় ধীরে নিমগন।
শুভ্র ছায়াপথখানি আকাশ গঙ্গার

পুঞ্জ ফেনরাশি যেন ; লজ্জাবতী বন
সারা রাত্রি স্বপ্নে করে গগন-বিহার।

৪

ফেন-শুভ্র গঙ্গা সম ধূর্জ্জটির ভালে
আলোল মালতী লতা ফুলে পুলকিত—
খেয়ালী বর্ষণ সেকে কাঁপে তালে তালে

কাঁপে তার মুগ্ধ ছায়া বারিস্বচ্ছকৃত
মসৃণ চিক্কণ চারু পল্লবে পল্লবে।—
আনর্ত্ত কুসুম দলে মকরন্দ-ভীত

উদ্বেজিত অলি ওড়ে গুঞ্জরণ রবে।
সূচিভেদ্য নীলিমায়— তপ্ত শরতের
শিশির-মদির-নেত্র বিপুল উৎসবে

বারে বারে ঢুলে আসে ;—ফেরে বনান্তের
বহুপুষ্পগন্ধে বোনা রঙীন নিঃশ্বাস।
চিত্রবর্ণ মেঘমালা অস্তগগনের

বসন্তপার্ব্বণ মত্ত কান্ত-কেশবাস
মঞ্জীর-মুখর শ্রান্ত জনতার মত—

পরাগ-পাটল বনে—প্রণয়-সন্ত্রাস
দুহাতে চাপিয়া বক্ষ নাচিতেছে কত

৫

পদ-চিহ্ন ঢাকি দিয়া পথের উপরে
ব্যগ্র লজ্জাবতী বন পড়িয়াছে ঝুঁকে-
রূঢ় চরণের স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ শিহরে

ভীরু আন্দোলন তার কাঁপে ক্ষুব্ধ বুকে।
ধীরে-ধীরে নুয়ে পড়ে ছোট ছোট দল
শিশুর চেতনা সম ঘুমের চাবুকে।

কণা কণা শিশিরের কাঁদো-কাঁদো জল
একে একে খসি পড়ে লতাতন্তু মূলে,
শুধু চেয়ে রয় ম্লান বেগুনী সুগোল

অন্যমনা ফুলগুলি মুখখানি তুলে।
কুসুমে কুসুমে ভ্রান্ত মধুমাছি হায়
পরাগ-ধূসর পাখা মুছিবারে ভুলে

সর্ব্ব দেহে মাখো আরো বুকে চোখে পায়।
প্রথম প্রেমের মত সঙ্কুচিত এই

আলোকশিশিরপায়ী তপতম্বীকায়
অপর্ণার মূল কোথা—ভাবি তত্ত্ব সেই !

৬

কাননের প্রান্ত থেকে না আসে কাননে
বনচারিণীরে বল বাঁধে কি সংসার !
জানি সে লতিয়ে আছে মোর সর্ব্ব মনে

কে তবু আনিবে তাহা আলোকের পার !
গোধূলির গুণ্ঠনের উপচ্ছায়া সম—
যে প্রেয়সী ফেরে মোর চেতনার ধার—

জানি সেই ছায়াময়ী সেই নিত্যতম।
ভঙ্গুর সৌন্দর্য্য যাহা ছুঁতে নাহি ছুঁতে—
শত স্বপ্নে টুটে যায়—কাঁদে চিত্ত মম—

উতল তরঙ্গ সম অতল সিন্ধুতে।
ছায়ারে যে সত্য জানে আমি সেই কবি
আপন আলোকচারী। কল্পনাসম্ভূতে,

মাঝে মাঝে অকস্মাৎ স্পর্শ তব লভি
সর্ব্বাঙ্গ ঝিমায়ে আসে নুয়ে পড়ে মন
শূন্যে জাগে মূর্ত্তিমতী তব মুখচ্ছবি
নিম্নে তাই কাঁপে ওই লজ্জাবতী বন ॥

উষা

স্বপন-হারিণী দ্যুলোক-দুহিতা
উষসী ছুটিছে ওই !
স্তুতিচঞ্চল চরণে চমকি
ঝরে শিশিরের খই,
দস্যু আঁধার ভয়েতে পালায়
পূষণ সূর্য্য কই ?

প্রণয়-পাগল তরুণ তপন
পতঙ্গ-লঘু পায়
বাসনা-বিপুল পৌরুষ করে
ধরিতে তাহারে চায় !
কপোত-ধূসর আকাশ ব্যর্থ
বেদনায় রাঙা হায় !

উদয়-গিরির শিখরের ছায়ে
ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা—
(পিছে-পড়া যেন রাতের স্বপন
দিনের আলোতে ঢাকা,
মন্দাকিনীর তীরে খসা যেন
স্বচ্ছ হাঁসের পাখা।)

বিশাল-ললাট দিবসদেবের
রথ-চক্রের রবে
কোথা উড়ে গেছে আঁধার কাননে
তারা পাখীদল সবে—
শুকতারা বুঝি কেঁদে গলে যায়
শিশিরের গৌরবে!

কমল-মালিকা উষারে হেরিয়া
হোমানল মেলে আঁখি—
নীরব গোষ্ঠ প্রাণময় করি
ধেনুদল ওঠে ডাকি,—
বনছায়ে ওঠে সামগীতি রব,
অলস কুলায়ে পাখী।

বিশ্ব-তরুর শাখায় তপন
　　বুনিছে ঊর্ণজাল—
বজ্র-রাখাল গগন-আঙনে
　　হাঁকায় মেঘের পাল—
রক্ত-অধীর নাড়ীর মতন
　　কাঁপিতেছে মহাকাল।

ঊষা-পূষণের কাহিনী আকাশে
　　সোনার বরণে আঁকা—
শ্যামল ধরাতে পীত রবিকর
　　আধেক হয়েছে মাখা—
মনে হয় যেন আকাশোন্মুখ
　　শুক পক্ষীর পাখা।

চিরকাল ধরে' ছুটিছে ঊষসী
　　প্রণয়-পরশ-ভীতা—
চিরকাল তারে মাগিছে তপন
　　বক্ষে বাসনা-চিতা—
ভালবাসা চির দূরের দুলাল
　　মানস-নির্ব্বাসিতা।

হাতে পাবে যবে দেখিবে তপন
ধূলি সে কেবল ধূলি—
দূরে থেকে তারে করেছে মধুর
সুদূরের সুধা-তুলি—
চোখেতে যাহারে দেখনি তাহাতে
পরাণ রয়েছে ভুলি।

চিরকাল তুমি রহিবে ছুটিতে
হে দেব সূর্য্য পূষা—
চিরকাল ধরি পরিবে জগৎ
পূর্ব্বরাগের ভূষা।
তুমি চির চারু তরুণ তপন,
স্থির-যৌবনা ঊষা।

বিশ্বকর্ম্মা

গ্রহ-সূর্য্যের লক্ষ চাকায় ওই কে হাঁকায় রথ !
কালে কালে আর ভুবনে ভুবনে পড়েছে কাহার পথ !
অতীত যাহার সম্মুখে চলে পিছনে ভবিষ্যৎ !
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ
জগতে বাহির আজ !

কালের হাতুড়ে পিটিছে কে ওই আকাশের ইস্পাত !
লক্ষ তারকা ফুল্‌কি সমান চৌদিকে উৎখাত,
মহাকাল কেঁপে ওঠে খনে খনে শুনি সে শব্দপাত !
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

অস্ত্র যাহার শাণাবার তরে মেঘের পাথর ওই—
গগন-ধনুতে বিদ্যুৎ-ছিলা কর্ম্ম-কাতর ওই—
ধূমকেতু যার নীল অম্বরে লম্বিত মহা মই !
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

তপ্ত রক্ত লক্ষ চক্র আকাশে ঘুরিছে যার—
কূট-নিঃশ্বাস জটিল মেঘেতে উঠিছে কারখানার—
পাথর-গলানো লৌহ-টলানো ভীষণ বহ্নি ধার !
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

সপ্ত-সাগরে লক্ষ ঢেউয়ের অসংখ্য মজুরেরা
বহ্নি-বিলাসে ছুটিয়া চলেছে লঙ্ঘি তটের বেড়া—
হাতুড়ির ঘায়ে পাথর ভাঙা যে সকল কাজের সেরা !
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

লক্ষ লোকের বাসনারে লয়ে পোড়ায়ে করিছ খাঁটি,
অশ্রু-সলিলে ভিজায়ে ভিজায়ে মরুরে শ্যামল মাটি,
মনের কোণেতে ছোট নীড়খানি গড়িতেছ পরিপাটি !
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

পাহাড়-ধসানো হাতে গাঁথা তব ঝুমকো ফুলের মালা—
লক্ষ ভুবন গড়িয়া তোমার মেটেনি বুকের জ্বালা—
তাই নিরজনে সাজাও বসিয়া ফাগুনের ফুলডালা।
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

একি অদ্ভুত কঠিন পাথর ভাঙিছ বজ্র-বলে।
মনের সহিত মনটি মিশায়ে দিতেছ কি কৌশলে।
এক হাতে তব প্রলয়-হাতুড়ি অন্য হাতের তলে
শিরিষ ফুলের সাজ !
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ।

মহাকাল

চির অস্তুতমিস্রার মঞ্জরীতে পূর্ণ তব থাল
মৌন মহাকাল।
তোমার ললাট ঘিরি যূথীশুভ্র তারকার মালা,
তোমার বলভিতলে শতলক্ষ দীপের দেয়ালা,
বর্ষদিবারাত্রিমাস তব অঙ্গে বলয় কঙ্কণ,
বল্লরিত বসন্তের পুষ্পরেণু বিভূতি অঙ্কন,
উষার কনকবর্ণ স্নিগ্ধজ্যোতি কিরণ-কিঙ্কিণী
বাজে রিণি রিণি।

স্বর্ণ-শলাকায় গাঁথা তব মুগ্ধ পিঞ্জর টুটিয়া
চলেছে ছুটিয়া
দণ্ডদিবাপলমাস অবিরল অনন্ত পাখায়,
মর্ম্মর-কম্পন তার কেঁদে ওঠে শাখায় শাখায়,
বর্ত্তমান বৃথা দেয় অতীতের চরণ ঘেরিয়া
শত আর্ত্ত-আকুতির অশ্রুভরা দুবাহু বেড়িয়া!
ধেয়ে আসে ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় কাঁপিতে কাঁপিতে
মিলায়ে চকিতে।

বর্ত্তমানের বৃন্তে কেন্দ্র করি উঠেছে উচ্ছ্বসি
গ্রহ সূর্য্য শশী—
ভবিষ্য-অতীত দোঁহে পরিশ্রম করিয়া অপার
নানাবর্ণে বুনি দেয় চারু-চিত্র উত্তরী তোমার ;
আকাশ-কুসুমে শূন্য নিত্য গাঁথে সূত্রহীন মালা,
ক্ষণে ক্ষণে নিভে আসে পূর্ণিমার প্রদীপের আলা,
নক্ষত্রের লাজ-বৃষ্টি চলিতেছে তোমার উৎসবে
একান্ত নীরবে।

তোমার আকাশ তলে মেলি দিয়া শিকড়ে শাখায়
দুইটি পাখায়—
শত শ্যামরসোচ্ছ্বাসে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে বনানী,
পাখার ঝাপট তার দাপটিয়া যায় বক্ষে হানি
অখণ্ডকালের মঝে জাগাইয়া বিচিত্র বুদ্বুদ,
বর্ষতিথিদণ্ডপল অনুপল কত কি অদ্ভুত !
দূরত্বের ইন্দ্রধনু ফুটে ওঠে কালের আকাশে
বর্ণের বিলাসে।

চেতনারে দণ্ড করি কল্পনার রাঙা-রজ্জু দিয়া
চলেছি মন্থিয়া
তোমার অগাধ শূন্য তাই হেরি দেখিতে দেখিতে
বর্ণে ছন্দে গন্ধে গানে ব্যঞ্জনার অশান্ত ইঙ্গিতে

অদেখা দেশের দৃশ্যে—নাহি-শোনা আবৃত্তির রবে
অবোঝা সত্যের স্বপ্নে,—চিহ্নহীন প্রেমের উৎসবে
একূলে ওকূলে লাগে চেষ্টা ভরা প্রকাশের ঢেউ
জানে কি তা কেউ!

বিশ্বের দুকূলপ্লাবী মহাকাল মৌন অভিনব
নমি পায়ে তব।
তোমার আঘাতে ভাঙি পড়িতেছে সৃষ্টির দু'তট,
তব কৃপা অঞ্জলিতে ওঠে ভরি দণ্ডদিবা ঘট,
জানারে আবদ্ধ করি রাখিয়াছ অজানা শৃঙ্খলে,
দূরত্বেরে জন্ম দিলে নিতান্তই খেলিবার ছলে।
আপনারে নাহি জান রুদ্র তুমি এতই মহান্
শোনো মোর গান।

———

বৈশ্বানর

কিংশুক-কোমল-শিখা ওগো বৈশ্বানর
লহ নমস্কার।
একাগ্র অঙ্গুলি তুলি তুমি নিরন্তর
কোথায় ইঙ্গিত কর ভাবে চরাচর—
যেথায় বহিছ হব্য সেথা বহ্নি, মোর
বহ নমস্কার—
অনির্ব্বাণ জাতবেদা হে চিরভাস্বর
লহ নমস্কার।

২

তোমার বিমল দীপ্তি ওগো সর্ব্বভুক্
লাগুক কপালে ;
তব দৃপ্ত তুলি হ'তে বাক্যহারা মূক
সুধাসঞ্জীবন রস গত-দুঃখ-সুখ
মোর সর্ব্ব দেহে মনে ঝরিয়া পড়ুক
সকালে বিকালে—
তব শুভ্র জ্যোতিঃ স্নানে মোর চক্ষু মুখ
নিত্যই রসালে।

মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গপানে কর খেয়া পার
বিবিধ বর্ণের
অশান্ত ধরণীতল চঞ্চল সংসার,—
প্রশান্ত অম্বরে তবু রাজ্য তারকার
এই নিত্য বাণী তুমি করিছ প্রচার
হে দূত স্বর্গের—
তিমিরবিদারী তীক্ষ্ণ অঙ্গে তব ধার
শাণিত খড়্গের।

আঁধারের-যবনিকা কৌতুকী অঙ্গুলে
করি দিয়া ফাঁক
ইন্ধন-আসন-স্তীর্ণ যজ্ঞবেদীমূলে
ক্লান্তি-ঘন নিশীথের স্বপ্ন-সুখ ভুলে
হে প্রাত-প্রবুদ্ধ তব রক্ত আঁখি তুলে
যেই দাও ডাক
অমনি জাগিয়া উঠি কণ্ঠ দিয়া খুলে
বিশ্ব শতবাক্।

এত তাপ অন্তরেতে পীড়িত যে হিয়া
সবি কি নিষ্ফল ?
বেদনার অগ্নিগিরি মুহূর্ত্তে টুটিয়া
ইন্দ্রধনু সম ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বাসে উঠিয়া

দেবে না কি এই ব্যর্থ শূন্যে রাঙাইয়া
কল্পনার দল !
মুক্তা ভ্রমে লইবে না কেহ কি তুলিয়া
মোর অশ্রুজল !

হে পাবক রাখিলাম এ দেহ আমার
যজ্ঞবেদী করি—
তোমার অমর্ত্ত্য শিখা পোড়াইয়া তার
অস্থি মাংস শোণিতের ইন্ধনের ভার
রাখুক স্বর্গের পানে শাশ্বত আকার
দীপশিখা ধরি—
সত্য যাহা উর্দ্ধে যাক্ ক্ষুধিত সংসার
নিম্নে থাক্ পড়ি।

সিন্ধু

অরণ্য-অশ্বের মত ফুলাইয়া তরঙ্গ-কেশর
যুগ্মতীর বল্গা ছিঁড়ি বাঁকাইয়া উদ্ধত গ্রীবাটি
শুক্তিশুভ্র ফেনফুল্ল উড়াইয়া আপাণ্ডু শীকর
কোথায় চলেছ সিন্ধু কাঁপাইয়া মাটি !

উজ্জ্বল তরল তব তীরতীব্র মৌক্তিক প্রবাহে
ক্ষণে ক্ষণে চমকায় স্বপ্নদূর জ্যোতির্লোকভাস—
তবুও তোমার তটে ভীরুকণ্ঠ পাখী গান গাহে
দুলে ওঠে মৃদু বায়ে শিশিরিত ঘাস।

অক্ষয় তূণীর হতে দিকে দিকে নিক্ষেপিত শর
আবার ফিরিয়া আসে আপনার আদিম আশ্রয়ে
সেই মত তোমাদের পুনর্ব্বার ডাকিছে সাগর
ছুটিয়া চলেছ তাই গতি মত্ত হ'য়ে।

প্রশান্ত ধরারে ঘিরি চিরদিন ক্লান্ত পারাবার
মিনতি-করুণ নৃত্যে সাধিতেছে প্রেয়সীর মত—
দিবা-স্বপ্নে পৃথিবীর তন্দ্রালীন নেত্র বারেবার
উদাসীন অনিচ্ছায় হ'য়ে পড়ে নত।

জানি জানি তবু তন্বী ক্ষণে ক্ষণে পারো বুঝিবারে
কি ইচ্ছা যে কম্পমান ওই দ্রুত ধমনি ধারায়—
রক্তে যে বাসনা বহে কে বল না থামাবে তাহারে
লুপ্ত সে কি হয় কভু মরু-বালুকায় !

আদিম সমুদ্র সনে, ওগো সিন্ধু আমিও তেমনি
অখণ্ড নাড়ীর মত মৃদ্-বাঁধনে রয়েছি পড়িয়া—
অকস্মাৎ জ্যোৎস্না-ক্ষুব্ধ জোয়ারের উর্ম্মি যবে গণি
মর্ম্মান্তিক নিরাশ্বাসে কাঁদে মুগ্ধ হিয়া।

অরণ্যানী

আপনার ঘরে হারায়েছ পথ
ওগো পথহারা
অরণ্যানী !
আপনার সনে কর লুকোচুরি
এ কেমন ধারা
অরণ্যানী !
ফোটে শাখে ফুল—দেখোনাকো চেয়ে
বসন আকুল বাতাসেরে বেয়ে —

লও নাকো নিজে দাও ফুলে কত
বরণ আনি
অরণ্যানী।

আপনার পানে নাহিকো নজর
ওগো নিরলসা
অরণ্যানী!
যতনে পালিছ হিংস্র পশুরে
এ কেমন দশা
অরণ্যানী!
লালন করিয়া আপনার হাতে
দিতেছ ভরিয়া সুখে ও শোভাতে,
তারেই আবার হরিতেছ হাসি
মরণ-আনি
অরণ্যাণী।

আপনার মনে কি যে কথা কও
ওগো খেয়ালিনী
অরণ্যানী!
বুঝিতে পারি না তবুও কেমনে
মন লও জিনি
অরণ্যানী।

বিজনে বসিয়া—কত না প্রহর
খেলায় রসিয়া গড়িতেছ ঘর,
হঠাৎ আবার দিতেছ ভাঙিয়া
চরণ হানি
অরণ্যানী।

তোমার শিশুরা হ'ল কত বড়
গেল কোল ছাড়ি
অরণ্যানী!
দুঃখ তাহাতে আছে কি তোমার
নিত্য-কুমারী
অরণ্যানী।
তুমি আছ তব—আঁচল পাতিয়া
ফিরিবে মানুষ যখন সাধিয়া—
তখনি হাসিয়া তুমি দেবে তারে
শরণ আনি
অরণ্যানী।

কুণাল

বৃদ্ধঘাতক দাঁড়ায়ে সমুখে
কম্পিত-কায় স্তম্ভিত-মুখে
লুণ্ঠিত অসি ভুঁয়ে—
বলি-চিহ্নিত ললাটে তাহার
ক্ষুব্ধতা ভরে দোলে স্বেদহার
নিঃশ্বাসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

দীর্ঘ জীবন যাপিল যেজন
মৃত্যু-আদেশ করিয়া সেবন
আজি সে মৌন কেন—!
কোন্ দ্বিধা আজ জাগে তার মনে ?
ওই বুঝি তার পাংশু নয়নে
দুলিছে অশ্রু যেন !

রাজার কুমার কিশোর কুণাল
—বিশ ফাগুনের অর্ঘ্যের থাল—
কহিল ডাকিয়া তারে
"এসো গো নলক দিন হল শেষ
পালন করহ তোমার আদেশ
বলিতেছি বারে বারে।"

পরুষ হস্তে মলিন বসনে
মুছিয়া অশ্রু শুষ্ক নয়নে
বৃদ্ধ কহিল—"হায়—
শেষকালে মোর এই ছিল লিখা
তোমার তনুর রক্তের শিখা
দহিল আমার কায়।

"রক্ত সন্ধ্যা দিবসের শেষে
মিলায় যেমন আঁধারের দেশে
আঁখির আড়াল হ'তে
ছেড়ে দাও মোরে কুমার কিশোর
চলে যাই আমি অরণ্যে ঘোর
ত্যজি রক্তিম পথে।"

"যেয়োনা যেয়োনা শোন গো নলক
শোন মোর কথা—মোছ দুই চোখ।
তাকাও আমার পানে—
শৈশব হ'তে দেখিয়াছ মোরে
পালন করেছ বুকে কাঁধে ক্রোড়ে
কত না গল্প গানে।

"তোমার হাতের এ দণ্ডটুক্
সহিতে আমার কাঁপিবে না বুক
যতনা কঠিন হোক্—
শৈশবস্মৃতি বিজড়িত করে
ভয় কি বন্ধু সাহসের ভরে
ফেলো তুলে মোর চোখ !

"মৃত্তিকা-মদ ঢালিয়া তূর্ণ
আমার জীবন হ'য়েছে পূর্ণ
বর্ষে বর্ষে ভাই
বিশ ফাগুনের বিশখানি মালা
আজো জাগে তারা চিরসুধা ঢালা
কোথাও ম্লানিমা নাই।

"কত লোক যারা আছে চোখ মেলি
ধরণীর শোভা যায় পায়ে ঠেলি
দেখে নাকো চোখ চেয়ে—
আঁখি মেলি আমি এই বসুধার
লভিয়াছি স্বাদ সকল সুধার
উঠিয়াছি গান গেয়ে।

"চোখ যদি যায় এমন কি ক্ষতি
মানস-প্রদীপে করিব আরতি
মানসী দেবীরে মোর—
আঁখি যদি যায় যাবে মোর আলো
উজল ভুবন লাগিবে ঘোলালো—
যাবে নাকো আঁখি লোর।

"বনের বিজনে ফুটিবে করবী
ফাগুন প্রাতের হৃদয়ের ছবি
শিশিরেতে সমাকুল—
শিরীষ শাখায় ফুলের জোয়ার
ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে আবার
ডুবায়ে শাখার কূল—

"আর না এ সব হেরিবরে চোখে
কত ছবি হায় দ্যুলোকে ভূলোকে
কত বরণের ধারা—
বিদায় লভিলে নয়নের আলো
ভেদিয়া সন্ধ্যা আঁধারের কালো
জাগিবে নাকি গো তারা"।

ভুট্টাক্ষেতে

মাগো আমার মন মানে না,
মন না মানে আজ
আমায় তুমি মিথ্যা বকো,
মিথ্যা দেওয়া লাজ!
শুধু কি তায় জল দিয়েছি
দিয়েছি তায় মন,
বুকের মাঝে কেমন করে
আজকে সারা খণ।
সেদিন কাঁচা ভুট্টাক্ষেতে
সবুজ টিয়াপাখী—
সাঁঝের আগে সাথীর খোঁজে
উঠ্‌তেছিল ডাকি।
পথিক এসে দাঁড়ালো মোর
ঝর্ণা তলাটিতে
হিয়া আমার করলো চুরি
তৃষার বারি দিতে।
ওগো পথিক দূর বিদেশী
কোন্‌ পথে যে গেলে,
আমার ভরা কলস খানি
হঠাৎ ভেঙে ফেলে।

শিরীষ শাখে শুক্‌নো পাতা
বাজ্‌ছে রিণি রিণি
তোমায় বুঝি পড়ছে মনে
বল্‌ছে চিনি চিনি।
সেদিন কাঁচা ভুট্টাক্ষেতে
অনেক ছিল আশা।
সবুজ শীষে লুকিয়ে ছিল
কত সুখের বাসা।
আজকে পাকা ভুট্টাক্ষেতে
কেউ না আসে হায়।
আধেক কাটা ফসল রাশি
লুটিয়ে ভুঁয়ে যায়।
মলিন-কেশে দাঁড়িয়ে আছি
আঁধার নামে ওই
একটু থামো জননী মোর
একটু হেথা রই।
ফিরবে না সে পথিক জানি
ফিরবে না সে দিন
একটি বারই বাজেরে হায়
দুখীর হৃদি-বীণ।
ফসল আঁটি মাথায় বহি
ফিরবো আমি ঘর

এমনি করে' জীবন যাবে
কতই না বছর।
আবার ক্ষেতে ফসল হবে
পাক্‌বে পুনরায়
আবার তারে মাথায় নিয়ে
ফিরবো ঘরে হায়।
বুকের বোঝা হাল্কা আমার
হবে না কখ্‌খনো
আজকে থামো একটু মা-গো
আমার কথা শোনো।

নন্দকুমার

"তরণী তব রয়েছে ঘাটে বাঁধা
সৈন্য সবে দাঁড়ায়ে পরিখায়
কারাগারের গুপ্তদ্বার খোলা
ওঠগো রাজা সময় বহে' যায়।
সময় বয়ে যায় গো, হের পূবে
ডুবিয়া গেছে কখন্ শুক্‌তারা
সময় বহে যায় গো শোনো ওই
অধীর হ'ল নদীর বারিধারা।

মোদের পানে নয়ন তুলি চাহ
ভুলোনা তব অনাথ প্রজাদেরে
মন্ত্রী কহে গলিয়া আঁখিজলে
বন্দী রাজা নন্দকুমারেরে।

তড়িৎ বেগে উঠিয়া কহে বীর
"মন্ত্রী, তব এই কি উপদেশ—
প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাবো চলি
কপালে ছিল এই কি অবশেষ।
প্রাণের ভয়ে করিব চুরি প্রাণ
মৃত্যু সেকি এতই বিভীষিকা।
রাজার মত বরিয়া লব' তারে
পরাবো ভালে রক্তরাজটীকা।
জীবনে আমি রাখিনি কোন ভয়
করিনি ভয় রাজার রাজারেও,
মরণে আজি নোয়াবো মাথা ভয়ে
কপালে মোর আছিল শেষে এও?
রাজার মুখে ফিরেছি তুড়ি দিয়া
অত্যাচারে তুচ্ছ করিয়াছি,
জীবন জুড়ে আপন সম্মান
সবার পরে উচ্চ করিয়াছি।

মৃত্যু সে তো নিকষ শিলা কালো
প্রাণের সোনা তাহাতে হবে দাগা,
রহিবে ঘন তিমির উজলিয়া
একটি সেথা রক্তরেখা লাগা।”

এতেক বলি থামিল তবে রাজা
প্রতিধ্বনি মরিয়া গেল দূরে—
দীর্ঘশ্বাস উঠিল হাহা করি
সিক্ত ঘন অন্ধকার জুড়ে।
মন্ত্রী কাঁদে নয়নজলে ভাসি
জড়ায়ে ধরে রাজার দুটি পায়—
“তোমারে ফেলে একাকী হেথা রাজা
কেমনে তব মন্ত্রী চলি যায়!
আমারে তব সঙ্গে করি লহ
কোথায় যাবে মন্ত্রিহীন রাজা
তোমার লাগি খেটেছি প্রাণপণে
বৃদ্ধকালে এই কি তারি সাজা!”
ঈষৎ হাসি কহিলা রাজা তারে—
“সবারি সেথা একলা যেতে হবে
রাজ্য যদি হারালো রাজা তব
মন্ত্রী নিয়ে কি ফল বল তবে।

আমার হ'য়ে রাজ্য দেখো তুমি
পালন ক'রো বালক গুরুদাসে—
বিদায় দাও বন্ধু পুরাতন
জাগিছে উষা সুদূর পূবাকাশে।"
মন্ত্রী এলো বাহিরে চলি একা
চরণ দুটি উঠিতে নাহি চায়—
শুনিল রাজা নদীর কলতান,
তরীর কাছি কাঁদিল করুণায়!

মেরুর ডাক

আবার মোরে ডাক দিয়েছে তুষার মেরু উত্তরে
সে রব শুনে বিপদ গুণে কেমন করে' রই ঘরে।
ছাদের বাঁধা আলগা হ'ল ডাক্‌ছে তাঁবু ইঙ্গিতে
মেরুর পানে মরার টানে; রইব পড়ে কোন্ ডরে!

হিমের বায়ে মরণ শাদা দিচ্ছে আমার পাল তুলে
জাহাজগুলো ডাক্‌ছে আমায় রিক্তশাখার মাস্তুলে
জলের ঝাপট্ লাগ্‌ছে আমার নিদাঘ-দাগা পঞ্জরে
তাইতো কাঁদে পরাণ আমার ঘাটের বাঁধন দেয় খুলে।

তীক্ষ্ণহ্রেষায় মৃত্যু মেশায় পবন হাঁকে ভীমরবে
উড়ছে কানাৎ টুট্‌ছে তাঁবু ঝঞ্ঝা বিপুল বয় যবে-
ফুরিয়ে এল খাবার পুঁজি ছিন্ন আমার বস্ত্র গো
মৃত্যু বুঝি মুচ্‌কে হাসে না হয় মরণ তাই হবে।

তাই বলে কি রইবো পড়ে বিষুব রেখার অন্তরে
রুদ্র নিদাঘ জ্বালায় যেথা তপের আগুন মন্তরে
ব্যর্থ হবে মেরুর সে গান ব্যর্থ হবে জয়্ গাথা
মৃত্যু যেথা হাজার রূপে জমাট্ জলে সন্তরে!

সবুজ আভা বরফ রাশি রয় গো সেথা দিক্ জুড়ে,
সিন্ধুঘোটক বিশাল দাঁতে তুষার মাটি খায় খুঁড়ে
পেঙ্গুইনের পঙ্গু দলে বিজ্ঞ ভাবে রয় চেয়ে—
ঝাপ্‌টে ফেলে ডানার বরফ ক্বচিৎ পাখী যায় উড়ে!

দিগন্তেরি ধারটুকুতে নিতেজ রবি যায় দেখা
হাজার তারার দ্বিগুন আলো তুষার মেঝেয় হয় লেখা
স্থিরচপলা মেরুপ্রভা জ্বালায় রঙের ফুলঝুরী
কার যেন এ শবসাধনা চল্‌ছে দিবা রাত একা!

আবার ডাকে শোন্ গো তারা শোন্ গো তোরা কান পেতে
আমায় ঘিরে রাখিস্ মিছে মেরুর মুখে দিস্ যেতে !
তরীর কাছি তীরের কাছে চা'চ্ছে এবার মুক্তি গো
প্রলয় শ্বাসে পাল ফোলেরে উঠ্ছে তরীর হাল মেতে !

এবার আমায় ডাক্ দিয়েছে তুষার মেরু উত্তরে
চক্ষে যে দেশ হয়নি দেখা কাঁদ্ছে পরাণ তার তরে
শ্যামল ধরার কোমল বাহু লাগ্ছে না আর মোর ভালো
মেরুর পানে ভাসবো এবার মরণ-শাদা পালভরে।

অশ্বারোহীর গান

আজমীর হ'তে মাড়োয়ার যেতে এই কি রাস্তা এই
প্রাচীন পথের আজিকে হায়রে কোনই চিহ্ন নেই
গিরি বন্ধুর তট-দুর্গমে বারে বারে ভুলি খেই !
সন্ধ্যা নামিছে ওই
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই !

শুষ্ক ঊষর গেরুয়া ধূসর তৃণ-তরু-জন-হীন
দুর্গ-কিরীট গিরি উঁকি দেয় গণি এক দুই তিন
আছে যাহাদের আছে কঙ্কাল শুধু গেছে গৌরব দিন
সন্ধ্যা নামিছে ওই
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই !

বিরাট প্রাণের নিরাশার মত বালু প্রান্তরময়—
মূর্চ্ছাবিকল তন্বী নদীটি নদী সে তো আর নয়
তীরে তীরে ওঠে শর্ বনে ধ্বনি জয় পিপাসার জয়
সন্ধ্যা নামিছে ওই
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই !

শত যুদ্ধের সঙ্গী আমার ঘোড়াটি ছুটেছে জোর
পথের পাথর পড়ে ছিট্‌কিয়ে দ্রুত পায়ে লাগি ওর।
মাড়োয়ারে মোরে পৌঁছিতে হবে রাত্রি না হ'তে ভোর
সন্ধ্যা নামিছে ওই
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই।

দুর্গ প্রাকারে হাঁকিছে কাহারা বেশ বেশ ভাই বেশ
সুখের বুকেতে মানুষ হওয়াতে নাহিকো কীর্ত্তি লেশ
ফিরে যদি তুমি নাও আস তবু স্মরিবে তোমার দেশ।
সন্ধ্যা নামিছে ওই
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই।

দূর পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন অন্ধকার
ভয় নাই তবু জ্বালিছে প্রদীপ গ্রহ চন্দ্রের সার
আপনার পায়ে দাঁড়াতে যে পারে সবাই সহায় তার
সন্ধ্যা নামিছে ওই
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই।

এই লেখকের অন্যান্য বই

দেয়ালি

(কবিতা) দাম—৷৹ আনা

দেশের শত্রু

রাজনৈতিক উপন্যাস) দাম—১৷৹ টাকা

বসন্তসেনা

(কবিতা) দাম—১৲ টাকা

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

বর-ভূধর

(বড় কবিতা) দাম—১৷৷৹ টাকা

ইহাতে বরভূধর, আর্য্যভট্ট, নবান্ন, শকুনির ধ্যানভঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা থাকিবে।